গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত-সার

প্রকল্পের নাম : বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

Strengthening Seed Certification Activities Project (SSCAP)

বাসত্মবায়নকারী সংস্থা :

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

বাসত্মবায়ন কালঃ জুলাই,২০১৫ হতে জুন,২০১৮পর্যন্ত

1। **প্রকল্পের নাম** : বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

(বাংলায়)

(ইংরেজীতে) Strengthening Seed Certification Activities Project

2। **মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম** : কৃষি মন্ত্রণালয়

3। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ)

4। **সেক্টর** : কৃষি

5। **সাব-সেক্টর** : ফসল

6। **বাস্তবায়নকাল** : জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৮ (৩ বছর)

7। **প্রাক্কলিত ব্যয় ও অর্থায়নের উৎস (লক্ষ টাকায়)** :

অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়		
	জিওবি (বৈঃমুঃ)	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	মোট
জিওবি অনুদান	২৬৭৩৫.০০ (-)	-- (-)	২৬৭৩৫.০০ (-)

8। **প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য** :

- নতুন অনুমোদিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নতুন অফিস ও গবেষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে এসসিএ-এর দক্ষতা বৃদ্ধি;
- প্রত্যয়ন কার্যক্রমের অধীনে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
- উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য এসসিএ-এর মাঠ পর্যায়ের তদারকী কার্যক্রম এবং বাজার পরিবীক্ষণ সেবা সম্প্রসারণ;
- যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বীজ খাতে (বীজ উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- বীজ ও জাত পরীক্ষণ পদ্ধতির (বিশুদ্ধতা; আর্দ্রতা; অংকুরোদ্গম ক্ষমতা; সজীবতা; DUS, VCU, DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং; সীড প্যাথলজি ইত্যাদি) কারিগরি সুবিধাদি শক্তিশালীকরণ; এবং
- একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গঠন এবং কৃষক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করাসহ নতুন ক্ষুদ্র বীজ উৎপাদকদের প্রান্তিক পর্যায়ে পরিচিত করা/তৈরী ও তাদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

9। **প্রকল্প এলাকা** : ৬৪টি জেলার ৬৪টি সদর উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন

10। **প্রস্তাবিত জনবল:**

ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড	সংখ্যা	নিয়োগের প্রকৃতি
১.	প্রকল্প পরিচালক	৫	১ জন	এসসিএ হতে প্রেষণে
২.	উপ-প্রকল্প পরিচালক	৫	১ জন	এসসিএ হতে প্রেষণে

৩.	সিনিয়র মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন অফিসার	৫	১ জন	এসসিএ হতে প্রেষণে
৪.	মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন অফিসার	৯	১ জন	এসসিএ হতে প্রেষণে
৫.	হিসাবরক্ষক	১৪	১ জন	এসসিএ হতে প্রেষণে
৬.	সহকারী হিসাব রক্ষক/ অফিস এসিস্টেন্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৬	১ জন	সরাসরি নিয়োগ
৭.	ড্রাইভার	১৬	৭৭ জন	সরাসরি নিয়োগ
৮.	ল্যাবরেটরী এ্যাসিস্টেন্ট	১৬	৩২ জন	সরাসরি নিয়োগ
৯.	অফিস সহায়ক	২০	২ জন	সরাসরি নিয়োগ
১০.	ক্লিনার	২০	২১ জন	সরাসরি নিয়োগ
	মোট		১৩৮ জন	

11। **প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম** :

- প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর-এ ১টি অফিস ভবন ও ১টি ডরমেটরী ভবন নির্মাণ;
- রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম জেলায় ২টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ভবন ও বীজ গবেষণাগার (বীজ ও জাত পরীক্ষা সুবিধাসহ) নির্মাণ;
- ১৪টি জেলায় (মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পাবনা, বগুড়া, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী এবং কক্সবাজার) ১৪টি অফিস ভবন নির্মাণ;
- ১৮টি সোলার প্যানেল স্থাপন, ১৮২৩টি অফিস সরঞ্জাম, ২৭২২টি আসবাবপত্র, ইউপিএস প্রিন্টারসহ ৭৫ সেট কম্পিউটার ক্রয়;
- প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১৩৮ জন জনবল নিয়োগ;
- মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং বাজার পরিবীক্ষণের জন্য ৭৬টি জীপ, ৮টি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ৮৩টি মোটর সাইকেল ক্রয়;
- বীজ প্রযুক্তি, প্রত্যয়ন পদ্ধতি, বীজ সংক্রান্ত আইন/নীতি, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৬৫,৫৬০ জনকে (১৫০০ জন এসসিএ/ডিএই/বিএডিসি/বিএমডিএ/নার্স-এর কর্মকর্তা, এসসিএ-এর ১৭০ জন কর্মচারী, ডিএই/বিএডিসি/বিএমডিএ-এর ৪৮০০ জন মাঠ পর্যায়ের জনবল, আইসিটি/বীজ আইন/ইত্যাদি বিষয়ে ৮০ জন, ২৭৬৩০ জন বীজ ডিলার, ৩১৩৮০ জন বীজ উৎপাদক, চুক্তিবদ্ধ কৃষক ও বীজ আমদানীকারক,) স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বীজ প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মোট ৯০ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর;
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বীজ প্রত্যয়ন সেবা শক্তিশালী করা;
- কৃষক পর্যায়ে সময়মতো বীজ প্রত্যয়ন সেবা প্রদান।

12। **প্রকল্পের যৌক্তিকতা** :

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এবং পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল রাষ্ট্র। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মানসম্পন্ন প্রত্যায়িত বীজের মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমিতে অধিক ফসল ফলানো প্রয়োজন। দেশের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য উন্নত মানের বীজ একটি মৌলিক উপাদান। মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ঃ বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকারী খাতে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও বিতরণের পরিমাণ কম হওয়ায় এবং বেসরকারী খাতে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের কারণে দেশে বর্তমানে উন্নতমানের বীজের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বীজ প্রত্যয়ন গবেষণাগার এবং উপযুক্ত জনবলের অভাবে কৃষকদের কাছে যথাসময়ে ন্যায্যমূল্যে সহজলভ্য করা সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশে বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ) দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৪ সালে স্থাপিত হয়। মাঠ পর্যায়ে তদারকির মাধ্যমে এসসিএ বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো পুনর্গঠন করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটির আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংখ্যা ৪ হতে ৭-এ উন্নীত হয়েছে। সে সাথে ৩০টি মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের পরিবর্তে ৬৪টি জেলা কার্যালয় গঠন করা হয়েছে এবং আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন গবেষণাগারের সংখ্যা ১টি হতে ৭টিতে উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩৪৬টি পদ বৃদ্ধি করে জনবলের সংখ্যা ২২৩ হতে (ক্যাডার পদ-৫৩টি, ১ম শ্রেণীর নন্-ক্যাডার পদ- ১টি, ২য় শ্রেণীর পদ- ২টি, ৩য় শ্রেণীর পদ- ৮৪টি, ৪র্থ শ্রেণীর পদ- ৮৩টি) ৫৬৯-তে (ক্যাডার পদ-২৫১টি, ১ম শ্রেণীর নন্-ক্যাডার পদ- ১টি, ২য় শ্রেণীর পদ- ১টি, ৩য় শ্রেণীর পদ- ১৪০টি, ৪র্থ শ্রেণীর পদ- ১৭৬টি) পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন এ সকল কার্যালয়/গবেষণাগারের অবকাঠামো ও কারিগরি উন্নয়নসহ জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

13। **২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি** :

প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকাভুক্ত (এডিপি পৃঃ ৬৮৬, ক্রঃ ১৮)।